যায়যায়দিন

তারিখ 08 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভাপতি নির্বাচন এবং শিক্ষ

না

আবুল কাসেম হায়দার

২০০৭ সালে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করায় ৮৩৪টি হাই স্কুল এবং ১৪৫১টি মদ্রাসার এমপিওভুক্তি বাতিলের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের এমপিওভুক্তি বাতিলের কথা জানা যায়নি। এমপিওভুক্তি বাতিলের জন্য শুধু হাই স্কুল ও মদ্রাসাগুলোকে টার্গেট করা হয়েছে। এটি অবশ্য ভালো উদ্যোগ। তবে কলেজগুলোর ব্যাপারে সরকার কোনো উদ্যোগ বা সমীক্ষা চালু করেছে কি না সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। এমন কলেজও রয়েছে যেগুলোর ফলাফল অত্যন্ত হতাশাজনক। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে ঠিকই বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো দেখার দায়িত্ব শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো উদ্যোগ, পরিকল্পনা বা তদারকি সেল এসব কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে বলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঢালাওভাবে সারাদেশে বিভিন্ন কলেজে অনার্স কোর্স চালু করে শিক্ষার মানের নিম্নমুখী গতিকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনার্সে ভর্তির যথোপযুক্ত নিয়ম-কানুন, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, প্রয়োজনীয় শিক্ষক এমনকি ক্লাসরুম পর্যন্ত নেই। অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এসব কলেজে অনার্স কোর্সের অনুমতি দিচ্ছে, পরীক্ষা নিচ্ছে। এসব কলেজ থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ আদায় করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের ভাণ্ডার বড় করছে। তাই এ বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার যে আদৌ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে কি না? বা এর বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় কি না? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলোয় শিক্ষার মান উন্নয়ন আজ জাতীয় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলো একটি বোঝা হয়ে পড়বে।

নীতিমালা অনুযায়ী এমপিওভুক্ত হাই স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ন্যূনতম ৫০ জন এবং পাসকৃত শিক্ষার্থীর ন্যূনতম সংখ্যা ১৫ জন। আর এমপিওভুক্ত মদ্রাসার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ন্যূনতম ২০ জন এবং পাসকৃত শিক্ষার্থীর ন্যূনতম সংখ্যা আটজন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র থেকে জানা যায়, এ নিয়মের ব্যতিক্রম হলে ওইসব প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাতিলের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। সূত্রটি আরো জানায় ২০০৭ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় যেসব প্রতিষ্ঠানের পাসের সংখ্যা চারের নিচে সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। অবশ্য কারণ দর্শানো নোটিশের উত্তর কী এসেছে তা আমরা এখনো জানি না। এসব প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই আত্মপক্ষ সমর্থন করে নোটিশের উত্তর দেবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার হাই স্কুল, মদ্রাসা বা ডিগ্রি কলেজের মূল্যায়ন করলে দেখা যায় নানাবিধ কারণে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল সন্তোষজনক নয়। এমনকি পত্রিকায় এমন খবরও দেখা যায় যে কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষার্থীও পাস করে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খারাপ ফলাফলের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচন: আমাদের দেশে প্রায় ৩০ হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। বর্তমান সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হবেন জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার। এর আগে যখন রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় ছিল তখন এ দায়িত্ব ছিল রাজনৈতিক দলের সংসদ সদস্যের ওপর। এখন একটি উপজেলায় ৪০-৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে করা হয়। কোথাও কোথাও জেলা প্রশাসক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন। এতে দেখা যায়, একেকটি জেলার কয়েকশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের ওপর বর্তায়। বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায় একজন ব্যক্তি এতোগুলো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব শুধু সভা পরিচালনা নয় বরং প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সব কার্যাবলি তদারকি করা। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও গুণগত শিক্ষা প্রদানের যাবতীয় তদারকি করা উচিত সভাপতি ও পরিচালনা পরিষদের। কারণ প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তিই হচ্ছে সভাপতি ও তার পরিচালনা পরিষদ। কিন্তু একজন জেলা প্রশাসক তার ব্যক্তিগত কাজ করবেন, না এসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। অনেক সময় কমিটির লোকজন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে মিটিং করার চেষ্টা করে। সরকারের এ নীতির পরিবর্তন হওয়া উচিত। কারণ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত। আমাদের ১৫ কোটি মানুষের দেশে ৩০ হাজার শিক্ষানুরাগী বা বিদ্যোৎসাহী লোকের কি খুব অভাব? শুধু ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকই কি একমাত্র যোগ্য লোক? নাকি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ছাড়া অন্য কাউকে সরকার আস্থায় রাখতে পারছে না?

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের এ বিষয়টি অবশ্যই ভাবা উচিত। অন্যদিকে মদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড মদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমকে কিভাবে সুন্দর করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। শিক্ষা বোর্ড থেকে সভাপতি নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারি হাই স্কুল, কলেজ ও মদ্রাসায় সভাপতি নির্বাচনের বিধান আছে। ফলে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রায় সব বেসরকারি হাই স্কুল, কলেজ ও মদ্রাসার সভাপতি দায়িত্ব পালন করতে হয়।

যোগ্য পরিচালনা কমিটির অভাব: স্কুল, কলেজ ও মদ্রাসার পরিচালনা পর্ষদ গঠনের জন্য শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। তারপরও দেখা যায় কমিটি নির্বাচনের সময় কোথাও কোথাও লিফলেট ছাপানো, মাইকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। এটি করা হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে। এমন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ফলে অনেক ভালো সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন না। কাজেই নির্বাচনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করলে যোগ্য কমিটি গঠিত হতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কমিটি নির্বাচনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদারকি করা দরকার, যাতে যোগ্য ব্যক্তিরা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

যোগ্য শিক্ষকের অভাব: সরকার হাই স্কুল, কলেজ ও মদ্রাসায় যোগ্য শিক্ষক পাওয়ার জন্য শিক্ষক নিবন্ধন চালু করেছে। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকতার চাকরি প্রত্যাশীদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় এবং ফলাফলের ভিত্তিতে যোগ্য শিক্ষক বাছাই করা হয়। এটি চালু হয় ২০০৩ সালে। এ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা পূর্ণ হয় না। ফলে অনেকে বাদ পড়ে যায়। তাই মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ কোটাই যুক্তিযুক্ত। হাই স্কুল, কলেজ ও মদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন কাঠামো বর্তমানে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। তাই ভালো শিক্ষার্থীরা শিক্ষকতা পেশায় যেতে চায় না। এছাড়াও গ্রামে শিক্ষকতা করার ব্যাপারে বেশিরভাগই অনীহা প্রকাশ করে। ফলে গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভালো শিক্ষকের অভাব প্রকট। বিশেষ করে গ্রামে ইংরেজি, অঙ্ক ও বিজ্ঞানের শিক্ষক পাওয়া বড় কঠিন। কাজেই যোগ্য শিক্ষক পেতে হলে বেতন কাঠামোর পরিবর্তন করতে হবে। বেতন বৃদ্ধি করা ছাড়া যোগ্য ব্যক্তিরা শিক্ষকতার প্রতি উৎসাহী হবে না। তাই বেতন কাঠামোর আমূল পরিবর্তন জরুরি।

শিক্ষা উপকরণ ও অবকাঠামোগত সমস্যা : আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত সমস্যা ভয়াবহ। বিশেষ করে দ্বীপাঞ্চলের স্কুলগুলোতে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, শিক্ষকদের রুম, লাইব্রেরি, লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় বই প্রভৃতির অভাব তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোনে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। তাই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য পাকা বিল্ডিং জরুরি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চেয়ার টেবিলেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আর্থিক অনটনের কারণে এসব অভাব দেখা যায়। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন অপরিহার্য। সরকারের বাজেটের বড় অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়। কিন্তু এ বাজেটের বেশিরভাগই শিক্ষকদের বেতন বাবদ। তাই শিক্ষার উন্নতির জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসা উচিত। উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম তদারকির জন্য তিনজন করে অফিসার আছেন। কিন্তু এরা নিজেদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করেন না। এসব অফিসারকে কখনোও তদারকি করা হয় না। দেখা যায় এসব অফিসার অনেকে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এদের শাস্তির কোনো ব্যবস্থা নেই। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে এসব অফিসারও সক্রিয় হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানগত ত্রুটির ফল : আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা মানসম্পন্ন নয়। ত্রুটিপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে কোনোরকম প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে শিক্ষার্থীরা হাই স্কুলে যায় এবং পরে কলেজে পড়ে। এবতেদায়ী মদ্রাসা থেকেও যদি মানসম্মত লেখাপড়া করে হাই মদ্রাসায় যেতো তবে গুণগত শিক্ষা দেয়া সম্ভব হতো। এক্ষেত্রে সরকারের তদারকি খুব দুর্বল। প্রতিটি থানায় একজন মাত্র উপজেলা নির্বাহী অফিসার আছেন এসব তদারকির জন্য। অথচ তিনি এসব তদারকি করেন না বা তদারকি করার সুযোগ পান না। শিক্ষার মান সত্যিকার অর্থে উন্নত করতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার তদারকি

> **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সভাপতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলী তদারকি করেন। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নানাবিধ পরামর্শ প্রদান ও পদক্ষেপও তিনি গ্রহণ করেন। তাই সভাপতি নির্বাচনের বিষয়টি স্থায়ীভাবে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। একজন ব্যক্তির পক্ষে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করা কঠিন। এ বিষয়টি সরকারের অনুধাবন করা প্রয়োজন। তাই সভাপতি নির্বাচনের জন্য একটি প্যানেল ঠিক করে দেয়া যেতে পারে।**

চেতন হৃদয়ই কি স্রষ্ট
মার চোখ কেঁদে ভাস
রবীন্দ্রনাথের কালে
টতো না। প্রেম-ভালে
ল না। মরমে মরমে
সুমকে মরতে হয়। ব
রল কুড়ালিও বাঁচ
নবজীবনের আপাত

রঘুপতির হৃদয়ে অগাধ।
র চরণে বলি দিয়ে জীরহ
হিনীকে আরো ঘনীভূত
নে হিংসা-ক্রোধ ও ক্ষ
কে তুষ্ট করতে চেয়ে
লেন্দু পাষাণ সমান রঘুপ
র বলি, বৎস, তবে।
অধিক.../ তোরে আমি
তি রঘুপতির স্নেহাি
র মৃত্যুতে রঘুপতির মে
তার জীবন শূন্য হয়ে গে
পতি নিশ্চিতভাবে পর
হর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে
কিছুই নস্যাৎ হয়ে গে
দ্বন্দ্বই রঘুপতি চরি
নায়ক করে তুলেছে।
হে-প্রেমে, বিশ্বাসে-স
নিষ্পাপ কোমলতা সব
ট্যঘটনায় সে অপর্ণার।

তার সহানুভূতিতে
য়সিংহ গুরুর কথা অ
বিন্দমাণিক্যের প্রেমের
র নেই। অবশেষে যা
লতার সমাধান করতে
উৎসর্গ করে সব
কে অপর্ণা প্রেমের প্র
ক সার্থক করে তুলতে

চরিত্রের অন্তর্সত্য উদ
এখানে ঘনপিনদ্ধ
ঘটনার চমৎকার না
নাট্য পর্যায়ে উন্নীত হ
গুলোর মানসিক দ্বন্দ্ব-স
য়েছে। জয়সিংহ, রঘু
তিটি চরিত্রের অন্তরের
নাট্যঘটনা করুণ পরি
র্জনে'র পরিণতি করুণ;
র আত্মাহুতি এবং রঘু
য়ার মধ্য দিয়ে প্রেমের